১ম বর্ষ, সংখ্যা-২, অক্টোবর ২০২৩

DIST

দিশা পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

ত্রৈ-মাসিক

ই-দক্ষতা বার্তা

DISA Institute of Science and Technology (DIST)

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী সমাবেশ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অত:পর সম্মিলিতভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। জনাব সঞ্জয় কুমার দে, ম্যানেজার, প্রশিক্ষণ এবং অঞ্জলী বৈরাগী, প্রশিক্ষক, কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স এর সঞ্চালায় অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিশা'র সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা (দিশা) বিশেষ অতিথি হিসেবে আরোও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে জনাব ফিরোজ আলম মোল্লা, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট, ইউএনডিপি, জনাব মো. সৌরভ হোসেন, চেয়ারম্যান, আটলান্টিক ওভারসিস লিমিটেড এবং জনাব মো. কামরুল ইসলাম, এসিসটেন্ট ম্যানেজার, নাভানা গ্রুপ। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, ডিআইএসটি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, ডিআইএসটি।

জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন), জনাব গৌতম বিশ্বাস, কো-অর্ডিনেটর, প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন, জনাব মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর (প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট) এবং প্রধান কার্যালয়, ডিটিসি, মাতৃভূমি ফ্যাশনসহ ডিআইএসটি'র সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের আয়োজনকে আরোও সমৃদ্ধ করেছেন। সমাবেশে প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১১৪ জন এবং চলতি ব্যাচের ২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত থেকে সমাবেশের কার্যক্রমকে সাফল্য মন্ডিত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানটি মূলত: তিনভাগে বিভক্ত ছিল যথা: প্রথমত আলোচনা অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ত প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী ফোরামের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন এবং তৃতীয়ত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান।

আলোচনা অনুষ্ঠান:

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, ডিআইএসটি। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানান। কেননা প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। অত:পর তিনি প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী ফোরামের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

তিনি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বলেন, তোমরা বিভিন্ন সময়ে এক বছর/দুই মাস মেয়াদি শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছো। তাই তোমরা এক ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীরা অন্য ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চেন না। তোমাদেরকে এক ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে অন্য ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদে পরিচয় করিয়ে দিতে আমরা এই সমাবেশের ব্যবস্থা করেছি। অদ্য তোমাদের জন্য প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী ফোরামের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে। এই সংগঠনের মাধ্যমে তোমরা একে অন্যের সাথে কানেকটেড হতে পারবে। এতে তোমরাই লাভবান হবে এবং একে অন্যের আপদে-বিপদে সহযোগিতা করতে পারবে।

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী দিশা, বিশেষ অতিথি জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা, দিশা, জনাব রইস উদ্দীন আহমেদ, কো-অর্ডিনেটর, (প্রশাসন) দিশা ও সভাপতি জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, ডিআইএসটি।

ডিআইএসটি শিক্ষার্থী ফোরামের ১ম সমাবেশ-২০২৩ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী এবং অতিথিবৃন্দ, ডিআইএসটি, দিশার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

দক্ষতা বার্তা মোড়ক উন্মোচন

তাছাড়া যাদের চাকুরী নেই বা চাকুরীর অবস্থা ভালোনা তোমরা যারা ভালো চাকুরী কর তারা তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবে। এভাবেই এই ফোরামের মাধ্যমে ডিআইএসটি'র সকল প্রশিক্ষণার্থী কর্মে নিয়োজিত হবে এবং একদিন ভালো অবস্থানে পৌছে যাবে। ডিআইএসটি সবসময় তোমাদের পাশে আছে এবং থাকবে।

মোড়ক উম্মোচন:

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যের পর ডিআইএসটি'র মুখপত্র "দক্ষতা বার্তা" এর মোড়ক উম্মোচন করেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ্, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী দিশা এবং জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা দিশা। একই সাথে তাঁরা ডিআইএসটি কর্তৃক সংকলিত দেয়াল পত্রিকা "দক্ষতা সেতু" এর শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য:

বক্তব্যের শুরুতেই প্রধান অতিথি দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অভিনন্দন জানান এবং কষ্ট করে সময় ব্যয় করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্দি করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তোমরা যদি একে অন্যকে চেনো জানো তাহলে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। যার যত বেশী বন্ধু তার তত বেশী শক্তি। তোমরা যদি একে অন্যকে সহযোগিতা করো তাহলে কেহই বেকার থাকবে না। তোমরা যদি কঠোর পরিশ্রম করো জীবনে উন্নতি আসবেই। ফাঁকি দিয়ে জীবনে উন্নতি করা যায় না, বড় হওয়া যায় না। আজকে একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হবে। এই কমিটির মাধ্যমে তোমরা একে অন্যের সাথে কানেক্ট থাকবে এতে তোমারাই লাভবান হবে। আমরা প্রতি বছর এমন সম্মেলন আয়োজনের চেষ্টা করবো। আশা করছি তোমরা তোমাদের জীবন মানের উন্নতির চেষ্টা করবে আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমাদের সহযোগিতা সবসময় অব্যাহত থাকবে।

অত:পর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে ৯ জন প্রশিক্ষণার্থী তাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাদের সকলেই উন্নত এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য ডিআইএসটি'কে ধন্যবাদ জানান। এই প্রশিক্ষণের জন্য আজ তারা তাদের জীবনমান উন্নয়নের পথ খুঁজে পেয়েছে। তারা ডিআইএসটি'র কাছে ঋণী। ডিআইএসটি'তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে এটা সম্ভব হতো না। ডিআইএসটি'তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে চাকুরীর পথ খুঁজে পেতো না। অনেকেই তাদের পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে অনেকেই মাসিক ৪০,০০০/- থেকে ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। এই প্রশিক্ষণ তাদের এবং পরিবারের উন্নয়নের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে অন্যান প্রতিষ্ঠান থেকে আগত বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অতিথিবৃন্দ বলেন, বহির্বিশ্বের জন্য বাংলাদেশের শ্রমিকদের বাজার উন্মোক্ত হয়েছে।

সহজে ইউরোপ যাবার পথও উন্মুক্ত হয়েছে। আপনারা ভালোভাবে যে কোন ট্রেডের উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন। আপরানাও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেতে পারবেন। অদূব ভবিষ্যতে জাপান, আমেরিকা ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে ৩/৪ কোটি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। আপনারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য। একজন অতিথি বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে একটি শ্লোগান উল্লেখ করেন, "দেশ ছাড়ো জীবন গড়ো, ছাড়ো দেশ থাকো বেশ"। এমন সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অতিথিবৃন্দ ডিআইএসটি'কে ধন্যবাদ জানান।

প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী ফোরাম এর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন:

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী ফোরাম এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, ডিআইএসটি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদের সদস্যদেরকে নির্বাচন করে উপস্থিত সকলের মতামত গ্রহণ করে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করেন।

প্রশিক্ষণার্থীরা নির্বাচন কমিশনারের সাথে একমত পোষণ করে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নিম্নে সদ্য নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের তালিকা দেয়া হলো।

ডিআইএসটি কর্তৃক সংকলিত দেয়াল পত্রিকা "দক্ষতা সেতু" এর শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ্, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী দিশা এবং জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা দিশা।

প্রধান অতিথি জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা। অনুষ্ঠানে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

ছবিতে ডিআইএসটি শিক্ষার্থী ফোরামের নব নির্বাচিত নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের দেখা যাচ্ছে।

পদবী	নাম	মোবাইল নং
সভাপতি	জনাব মো. পারভেজ খান	০১৬৮৮১৯৯১৪৬
সহ. সভাপতি	জনাব মো. সুমন হোসনে	০১৬১৪৭৫৫৮৫৯
সাধারণ সম্পাদক	জনাব শামীম শেখ	০১৫১৩৭৯৩৮০১
অর্থ সম্পাদক	জনাব জান্নতুল হাফিজা ইয়াসমিন	০১৮২৩৬০৭৪৪৯
সাংগঠনিক সম্পাদক	জনাব নাঈম মিয়া	০১৭০০৬৬৫৬৭০
কর্মসংস্থান সম্পাদক	জনাব আয়শা আক্তার	০১৪০২৭৫৫৩২৯
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	জনাব মো. শরিফুল ইসলাম	০১৩২০৯৪৬২০০
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	জনাব শেখ সাদী	০১৭৭৯১১৭৫৭৪
ক্রীড়া সম্পাদক	জনাব মো. আব্দুর রহিম	০১৮১০৯৩৯৬৯২
নির্বাহী সদস্য-১	জনাব নাজমুল হাসান সুহান	০১৭৩৯৪৭৭৯৮৬
নির্বাহী সদস্য-২	জনাব কামাল বাদশা	০১৯০৫৮৮৮১৩১
নির্বাহী সদস্য-৩	জনাব মাসুমা	০১৭২২১৭০৩৯১
নির্বাহী সদস্য-৪	জনাব শুভ চন্দ্র দাস	০১৮১৬৩৯৮৬৫১
নির্বাহী সদস্য-৫	জনাব হৃদয় হোসেন	০১৪০৫১৩৫৮৫১
নির্বাহী সদস্য-৬	জনাব সাদিয়া আক্তার	০১৮১৮৮৪২৬৫২
নির্বাহী সদস্য-৭	জনাব আরিফ হোসেন	০১৮৭৯১১৭১৫৮
নির্বাহী সদস্য-৮	জনাব রাইসুল হুদা	০১৮৭৮৫১২৯৯৩

কার্যনির্বাহী পরিষদের কমিটি গঠন সম্পন্ন হলে দুপুর ১:০০ টায় জুম্মার নামাজ ও দুপুরের খাবার বিরতি দেয়া হয় এবং বিকাল ৩:০০ টায় পুনরায় অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান:

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী সংগীত পরিবেশন করেন। আগত সবাই অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা শিল্পীদের গানের সাথে সুর মিলিয়ে তাদের আনন্দ ও উৎদ্দাস প্রকাশ করেন। অত:পর ২ জন মেয়ে প্রশিক্ষণার্থী সংগীতের সাথে মনোমুগ্ধকর নাচ পরিবেশন করেন।

তারপর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকল অতিথি এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ছোট রিং এর ভিতর টেনিস বল নিক্ষেপ। মাত্র ১ জন প্রশিক্ষণার্থী এই খেলায় কৃতকার্য হতে পেরেছে। অতিথিদের জন্য ইভেন্ট ছিলো নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ঝুড়িতে টেনিস বল নিক্ষেপ। মেয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইভেন্ট ছিলো নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ছোট গোলপোস্টে ফুটবল কিক করে গোল করা। সকলেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করেছে এবং উপভোগ করেছে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সভাপতির বক্তব্য:

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থী এই অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জানান প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে অনুষ্ঠান আয়োজনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্ট চালিয়েছে। যার ফলে এত বড় একটি অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন সম্ভব হয়েছে। যেসকল প্রশিক্ষণার্থী তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে দূর দূরান্ত থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে জানান প্রাণঢালা অভিনন্দন।

ভবিষ্যতে প্রতি বছরই এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের ইচ্ছা রয়েছে। তাই সভাপতি মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভবিষ্যতে এরূপ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী ফোরামের জন্য যে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো তাদেরকেও তিনি অভিনন্দন জানান। তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করলে ফোরামের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা উপকৃত হবে। পরিশেষে তিনি সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আধুনিক প্লাম্বিং কাজে অটোমেটিক সেন্সর যুক্ত বেসিন ট্যাপ এর ব্যবহার:

একটি সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিন, প্রায়ই একটি স্বয়ংক্রিয় বা স্পর্শহীন ওয়াশ বেসিন, হিসাবে উল্লেখ করা হয়, একটি বিশ্রামাগার বা রান্নাঘরের সেটিংয়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং সুবিধার উন্নতি করতে সেন্সর প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে এর কিছু প্রাথমিক ফাংশন এবং সুবিধা রয়েছে। **স্পর্শহীন অপারেশন:** একটি সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিনের মূল কাজ হল স্পর্শহীন অপারেশন সক্ষম করা। এটি ব্যবহারকারীর হাত, কাপ বা প্লেটের মতো বস্তুর উপস্থিতি সনাক্ত করতে ইনফ্রারেড সেন্সর ব্যবহার করে। যখন সেন্সরগুলি নড়াচড়া বা নৈকট্য সনাক্ত করে, তখন তারা পানি প্রবাহ, সাবান বিতরণকারী এবং কখনও কখনও এমনকি হ্যান্ড ড্রয়ারকে সক্রিয় করে, ব্যবহারকারীদের কোনও হ্যান্ডেল বা বোতাম স্পর্শ করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

দিশার কারিগরি প্রশিক্ষণের দশ বছর পূর্তী ২০১৩-২০২৩ এর স্বপ্নদ্রষ্ঠা জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মহোদয়কে ডিআইএসটি'র পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ ডিআইএসটি ও জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্ঠা, দিশা।

জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, ডিআইএসটি অনুষ্ঠানে সভাপতির ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করছেন।

স্বাস্থ্যবিধি: ব্যবহারকারীদের ট্যাপ বা হ্যান্ডলগুলি স্পর্শ করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে, সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিনগুলি আরও ভাল স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করে। এটি ঘন ঘন স্পর্শ করা পৃষ্ঠগুলিতে জমা হতে পারে এমন জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়াগুলির বিস্তারকে হ্রাস করে ক্রস-দূষণের ঝুঁকি হ্রাস করে। **পানি সংরক্ষণ:** সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিনে প্রায়ই অন্তর্নির্মিত পানি-সংরক্ষণ বৈশিষ্ট্য থাকে। তারা ব্যবহারকারীর চাহিদার উপর ভিত্তি করে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার রোধ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কলের নীচে হাত থাকলেই পানি প্রবাহিত হতে পারে এবং যখন হাত সরানো হয় তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। **শক্তি দক্ষতা:** কিছু সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিন এছাড়াও শক্তি-দক্ষ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা পানি প্রবাহের অবস্থা নির্দেশ করতে বা তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে কম-শক্তির LED লাইট ব্যবহার করতে পারে, সামগ্রিক শক্তি সঞ্চয় করতে অবদান রাখে। **ব্যবহারকারীর সুবিধা:** এই ওয়াশ বেসিনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি এবং সাবান সরবরাহ করে ব্যবহারকারীদের সুবিধা প্রদান করে, যা বিশেষ করে পাবলিক বিশ্রামাগার, বাণিজ্যিক রান্নাঘর এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলিতে উপকারী। ব্যবহারকারীদের হ্যান্ডলগুলি বা বোতামগুলি দিয়ে বেহাল করার দরকার নেই, প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত এবং সহজবোধ্য করে। **কাস্টমাইজ যোগ্য সেটিংস:** অনেক সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিন কাস্টমাইজযোগ্য সেটিংসের সাথে আসে, যা প্রশাসক বা ব্যবহারকারীদের তাদের পছন্দ বা প্রয়োজন অনুসারে পানির তাপমাত্রা, প্রবাহের হার এবং সাবান বিতরণের পরিমাণের মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে দেয়। **ডেটা সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণ:** কিছু বাণিজ্যিক সেটিংসে, সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিনগুলি ডেটা সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এই ডেটা পানির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য কার্যক্ষম দিকগুলি ট্র্যাক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, আরও ভাল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে। **অ্যাক্সেসযোগ্যতা:** স্পর্শবিহীন ওয়াশ বেসিনগুলি প্রায়শই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বা সীমিত গতিশীলতার জন্য বেশি অ্যাক্সেসযোগ্য কারণ তাদের পরিচালনার জন্য মোটর দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। **আধুনিক :** এই ওয়াশবেসিনগুলিতে প্রায়শই একটি আধুনিক এবং মসৃণ নকশা থাকে, যা বিশ্রামাগার বা রান্নাঘরের এলাকার সামগ্রিক নান্দনিকতাকে উন্নত করতে পারে। সংক্ষেপে, একটি সেন্সর-টাইপ ওয়াশ বেসিনের প্রাথমিক কাজ হল ব্যবহারকারীদের তাদের হাত ধোয়া বা পানি এবং সাবানের সাথে জড়িত অন্যান্য কাজগুলি করার জন্য আরও স্বাস্থ্যকর, দক্ষ এবং সুবিধাজনক উপায় প্রদান করা। এই ওয়াশ বেসিনগুলি সাধারণত বাণিজ্যিক এবং পাবলিক সেটিংসে ব্যবহৃত হয় তবে আবাসিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বর্তমান সময়ে সম্ভাবনাময় পেশা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি বহুমুখী ক্ষেত্র যা ক্যারিয়ার বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য অনেক সুযোগ প্রদান করে। একটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা এবং জ্ঞান উৎপাদন, অটোমটিব, মহাকাশ, শক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে উচ্চ চাহিদা রয়েছে। উপরন্তু, যান্ত্রিক প্রকৌশলীদের এমন প্রকল্পগুলিতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে যা সমাজের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে ভবিষৎতে গঠনের অংশ হতে পারে। এটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে অধ্যয়ন করার জন্য একটি আকর্ষণীয় এবং ফলপ্রসূ ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাঃ

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হল একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র যেখানে গ্র্যাজুয়টদের জন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং ফিল্ডে ক্যারিয়ারের সুযোগ রয়েছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং সরঞ্জাম ডিজাইন, বিকাশ এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারে।

অটোমটিব ইন্ডাস্ট্রিঃ যান্ত্রিক প্রকৌশলীরা অটোমটিব ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন যানবাহন এবং তাদের উপাদানগুলির ডিজাইন, টেস্টিং এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করতে পারেন।

এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা বিমান এবং মহাকাশযানের ডিজাইন, পরীক্ষা এবং বিকাশের জন্য এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারেন।

শক্তি শিল্পঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা ডিজাইন, বিকাশ এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য শক্তি শিল্পে কাজ করতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা খাতেঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা মেডিকেল ডিভাইস এবং সরঞ্জাম ডিজাইন এবং বিকাশের জন্য স্বাস্থ্যসেবা শিল্পে কাজ করতে পারেন।

রোবোটিক্সঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা রোবোটিক্স ফিল্ডে রোবোটিক সিস্টেম এবং কম্পোনেন্ট ডিজাইন, ডেভেলপ এবং পরীক্ষা করতে কাজ করতে পারে।

গবেষণা এবং উন্নয়নঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন কোম্পানির R&D বিভাগে কাজ করতে পারেন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করতে এবং নতুন পণ্য তৈরি করবে।

পরামর্শকঃ যান্ত্রিক প্রকৌশলীরা পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতে পারে, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ক্লায়েন্টদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করে।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ভূমিকায় যেতে পারে, ইঞ্জিনিয়ারদের নেতৃস্থানীয় দল এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান করতে পারে।

শিক্ষকতা এবং গবেষণাঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাও বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে শিক্ষাদান এবং গবেষণার সুযোগগুলি গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং ক্ষেত্রগুলিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আরও অনেক ক্যারিয়ারের সুযোগ রয়েছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতার একটি বিশাল পরিসর রয়েছে যা বিভিন্ন ধরণের প্রজেক্ট এবং শিল্পে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এটি ক্ষেত্রটিকে বহুমুখী করে তোলে এবং ক্যারিয়ারের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য অনেক সুযোগ নিয়ে আসে।

Artificial Intelligence (AI) (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)ঃ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকৃত করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন হয়ে উঠেছে একটি একাডেমিক শিক্ষার ক্ষেত্র যেখানে পড়ানো হয় কীভাবে বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করবে এমন কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার তৈরি করতে হয়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে Machine Intelligence ও বলা হয়। এই প্রযুক্তি মানুষের মতো করে চিন্তা করা এবং কাজ করার ক্ষমতা তৈরি করে যেমন কখন কি সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোন কিছু মনে রাখা, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি। এটি সম্পূর্ণরুপে কম্পিউটিং সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা :

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর সুবিধা গুলো কি কি?

১. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কম সময়ে ত্রুটি বিহীনভাবে ভালো ফলাফল প্রদান করে।

২. ডেটা সংগ্রহ এবং এন্ট্রি, ইমেল প্রতিক্রিয়া, চ্যাটবটের মাধ্যমে গ্রাহক সহায়তা, সফটওয়্যার পরীক্ষা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে অটোমেশন করা সক্ষম হয়।

৩. এটি দ্রুত ডেটা ক্যাপচার করতে পারে এবং বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিক ডেটা বের করতে পারে।

৪. elexa এবং siri, voice assistant ইত্যাদি হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সিয়াল উদাহরণ যা ভয়েস কমান্ডগুলিতে সাড়া দেয় এবং ব্যবহারকারীদের প্রশ্ন এবং ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা করে।

৫. চিকিৎসা ক্ষেত্রে Artificial intelligence বিভিন্ন ধরনের সার্জারি, অপারেশন এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অসুবিধা

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর সুবিধা যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন:

১. বিভিন্ন ধরনের কাজে অটোমেশন সিস্টেম ব্যবহার করার ফলে মানুষের মধ্যে অলসতা বাড়াতে পারে।

২. Artificial intelligence সেটআপ করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ এআই সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এ বেশ ব্যয়বহুল করে তোলে।

৩. এআই সিস্টেমগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজন পড়ে।

৪. সকল ক্ষেত্রে অও ব্যবহার করলে মানুষের কর্মসংস্থান প্রভাব পড়তে পারে।

ডিআইএসটিতে চলমান কার্যক্রম

গত ২১ জুলাই ২০২৩ তারিখ ডিআইএসটি ভবনে ডিআইএসটি'র প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে একটি ফোরাম গঠনের লক্ষ্যে ১ম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিশা'র সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্ঠা, দিশা। এছাড়াও সমাবেশে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিশা প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ডিআইএসটি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১১০ জন প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী। উপস্থিত প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী ফোরামের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর কাজ এগিয়ে নেয়া এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা তথা সেতু বন্ধনের লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। ফোরামের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সহার্দ্রের বন্ধন গড়ে উঠুক এ কামনা করছি। সকলের দোয়া প্রার্থী।

ডিআইএসটিতে অতিথিদের পরিদর্শন

ড. মো: জিল্লুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও অতিরক্ত সচিব (অব:) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অদ্য ২৬ আগস্ট ২০২৩ ডিআএসটি পরিদর্শনে আসেন। তিনি ডিআইএসটিতে ৮টি ট্রেডের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং ল্যাবে প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন ও পরামর্শমূলক আলোচনা করেন।

দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি)-তে অদ্য ২৪-০৯-২৩ তারিখ The UAE-Bangladesh Investment Company Ltd. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এমএম মোস্তফা বিল্লাল ও হেড অব ইনভেস্টমেন্ট জনাব মো. আমিনুল হক এর সাথে দিশার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, সিনিয়র কো-অডিনেটর (অর্থ ও হিসাব), জনাব মো. রুহুল বারী এবং ডিআইএসটির অধ্যক্ষ জনাব মো. আতিয়ার রহমান এর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিআইএসটি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান অতন্ত্য সুন্দর ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

ডিআইএসটির চলমান কার্যক্রমের তথ্য চিত্রঃ

২২ আগষ্ট ২০২৩ তারিখে এসডিএফ ৭ম-ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান অধ্যক্ষ ডিআইএসটি। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড.আলী আযহার, কনসালটেন্ট, এসডিএফ। এছাড়াও এসডিএফ এর জনাব মো. শাহিনুর ইসলাম (ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট স্পেশালিষ্ট)সহ ৫ জন কর্মকতা ও জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, ডিআইএসটিতে উপস্থিত ছিলেন।

১০-০৮-২০২৩ তারিখ শাখারীকাঠী মৎস সমিতিতে ডিআইএসটি-এসডিএফ এর ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিআইএসটির প্রশিক্ষক মিসেস লাবনী আক্তার ও এসডিএফ ক্লাস্টার কর্মকর্তাকে বক্তব্যরত দেখ যাচ্ছে।

গত ১৯-০৮-২০২৩ তারিখ ডিআইএসটির-এসডিএফ প্রশিক্ষণ কোর্সের ৭ম ব্যাচের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) আয়োজিত প্রশিক্ষণ শেষে আরপিএল অ্যাসেসমেন্ট এ অংশগ্রহণের চিত্র।

১৩-০৮-২০২৩ তারিখ রাঙ্গাবালী মৎস সমিতিতে ডিআইএসটি-এসডিএফ এর ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিআইএসটির প্রশিক্ষক জনাব মো. মোস্তফা কামাল ও এসডিএফ ক্লাস্টার কর্মকর্তাকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

DIST হতে গত ২০-০৮-২৩ তারিখ প্লাম্বিং ট্রেডের ৪ জন প্রশিক্ষণার্থী American International University-Bangladesh (AIUB) স্থাপনা নির্মাণের প্রতিষ্ঠান Guard Tech-এ ইন্টারভিউ দিয়ে প্লাম্বার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেছে।

জনাব মো. ফয়সাল গত ৯ আগষ্ট ২০২৩ তারিখে ডিআইএসটি হতে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং ট্রেডে ১(এক) মাসের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ ও জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধক্ষের কাছ থেকে সাটিফিকেট গ্রহণ করছেন। তার বাড়ী মুরাদনগর থানা কুমিল্লা জেলায়। ফয়সাল সৌদি আরবে চাকুরীতে যোগদান করেছেন। তিনি সবার কাছে দোয়া প্রার্থী।

ডিআইএসটি'র চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বর্ণনা

ট্রেড সমূহের নাম: ১। কম্পিউটার ২। ইলেকট্রিক্যাল ৩। রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ৪। মোটরসাইকেল ৫। সুইং মেশিন অপারেশন ৬। প্লাম্বিং ৭। মেকানিক্যাল ৮। কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স

১। ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এ্যান্ড মেইনটেনেন্স:

- ✓ ইলেকট্রিক্যাল সেফটি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ✓ বাসা বাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিক্যাল কাজ যেমন: হাউজওয়ারিং, টিউব লাইট, ফ্যান,পানির পাম্প ইত্যাদি সেটিং ও কানেকশন করতে পারবে।
- ✓ পুরাতন বাড়ীর ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেনেন্স ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে পারবে।

কর্মক্ষেত্র:

- যে কোন ওয়ার্কশপ/ইন্ডাস্ট্রিতে ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে চাকুরি করতে পারবে।
- ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য ও ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসের দোকান দিয়ে স্ব-উদ্যোগে ব্যবসা করে উপার্জন করতে পারবে।
- বিদেশে ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে চাকুরী করতে পারবে।

২। রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং:

- ✓ যে কোন ধরনের ফ্রিজ রিপেয়ার, মেইনটেনেন্স ও সার্ভিসিং এর কাজ করতে সক্ষম হবে।
- ✓ উইনডো এসি রিপেয়ার, মেইনটেনেন্স ও সার্ভিসিং এর কাজ করতে পারবে।
- ✓ স্প্লিট এসি রিপেয়ার, মেইনটেনেন্স ও সার্ভিসিং এর কাজ করতে পারবে।

কর্মক্ষেত্র:

- যে কোন ফ্রিজ এসি রিপেয়ার ও সার্ভিসিং দোকানে চাকুরি করতে পারবে।
- যে কোন ফ্রিজ/এসি তৈরীর শিল্পে চাকুরি করতে পারবে। যেমন: ওয়ালটন বাংলাদেশ, সিঙ্গার বাংলাদেশ, মিনিস্টার ইত্যাদি শিল্পে।
- বিদেশে ফ্রিজ এসি টেকনিশিয়ান হিসাবে চাকুরী করতে পারবে।

৩। প্লাম্বিং:

- ✓ বাসা বাড়ীর পানির লাইন, পাইপ ও স্যানেটারী ফিটিং এর কাজ করতে সক্ষম হবে।
- ✓ বাথ রুমের বেসিন, প্যান, কমোড ইত্যাদি সেটিং ও ফিটিং এর কাজ করতে সক্ষম হবে।

কর্মক্ষেত্র:

- বিল্ডিং এর কন্ট্রাকটর কম্পানীর প্রজেক্টে চাকুরী করতে পারবে।
- যে কোন বিল্ডিং ডেভেলপার কোম্পানিতে চাকুরী করতে পারবে।
- প্লাম্বিং ফিটিং ও প্লাম্বিং সার্ভিস এর দোকান দিয়ে স্ব-উদ্যোগে ব্যবসা করে উপার্জন করতে পারবে।
- বিদেশে প্লাম্বার হিসাবে চাকুরী করতে পারবে।

৪। মোটরসাইকেল সার্ভিসিং:

- ✓ যে কোন কোম্পানীতে মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং এর কাজ করতে পারবে।
- ✓ মোটরসাইকেল রি-এসেম্বিলিং ও এসেম্বিলিং করতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

কর্মক্ষেত্র:

- যে কোন মোটরসাইকেল রিপিয়ার ও সার্ভিসিং ওয়ার্কশপে চাকুরী করতে পারবে।
- যে কোন মোটরসাইকেল তৈরী কারখানায় চাকুরী করতে পারবে।
- নিজে মোটরসাইকেল রিপিয়ার ও সার্ভিসিং ওয়ার্কশপের দোকান দিয়ে ব্যবসা করে স্ব-উদ্যোগে উপার্জন করতে পারবে।

৫। মেকানিক্যাল ফিটিং:

- ✓ যে কোন মেশিন বা মেশিন মেম্বার ফিটিং, রি-এসেম্বিলিং, এসেম্বিলিং ও স্পেয়ার পার্টস তৈরী ও ফিটিং এর কাজ করতে সক্ষম হবে।
- ✓ বেঞ্চ ওয়ার্ক, লেদ, শেপার, ড্রিল মেশিন ও ওয়েল্ডিং মেশিন দ্বারা স্পেয়ার পার্টস তৈরী করে যে কোন মেশিনারিজ রিপেয়ার মেইনটেনেন্স ও সার্ভিসিং এর কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

কর্মক্ষেত্র:

- যে কোন শিল্প কারখানায় মেকানিক্যাল ফিটার হিসাবে চাকুরি করতে পারবে।
- বিদেশের যে কোন শিল্প কারখানায় মেকানিক্যাল ফিটার হিসাবে চাকুরি করতে পারবে।
- একটি মেকানিক্যাল ফিটিং ওয়ার্কশপ করে গার্মেন্টস ফেক্টরী, টেক্সটাইল মিল ও বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি. পাম্প, ইঞ্জিন, রিপেয়ার, মেইন্টেনেন্স, সার্ভিসিং, রি-এসেম্বিলিং, এসেম্বিলিং ইত্যাদি কাজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে স্ব-কর্মে নিয়োজিত হয়ে উপার্জন করতে পারবে।

৬। সুইং মেশিন ওপারেশন:

- ✓ যে কোন গার্মেন্টস ফেক্টরীতে ব্যবহৃত সুইং মেশিনে পোষাক তৈরী করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

কর্মক্ষেত্র:

- যে কোন গার্মেন্টস ফেক্টরীতে সুইং মেশিনে পোষাক তৈরীর কাজে সুইং মেশিন ওপারেটর হিসাবে চাকুরি করতে পারবে।

৭। কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স:

- ✓ ইলেকট্রনিক্স কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুল্স, মেজরিং টুল্স ও পাওয়ার টুল্স এর নাম ও প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে জানবে।
- ✓ ইলেকট্রনিক্স সার্কিট ড্রইং বুঝা ও অংকন অনুশীলন করতে পারবে।
- ✓ ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট এর ভোল্টেজ ক্যারেন্ট পরিমাপ নির্ণয় করতে পারবে।
- ✓ ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও ইলেকট্রনিক্স সার্কিটের কাজ অনুশীলন করতে পারবে।
- ✓ বাসা বাড়িতে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের সংযোজন, বিয়োজন, সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

কর্মক্ষেত্র:

- যে কোন ওয়ার্কশপ/ইন্ড্রাস্টিতে টেকনিশিয়ান হিসাবে চাকুরি করতে পারবে। ইলেকট্রোনিক্স যন্ত্র ও ইলেকট্রোনিক্স সার্ভিসের দোকান দিয়ে স্ব-উদ্যোগে ব্যবসা করে উপার্জন করতে পারবে।

৮। কম্পিউটার অপারেশন:

- ✓ অফিসের যাবতীয় বাংলা/ইংরেজি টাইপিং কাজ করতে সক্ষম হবে।
- ✓ এমএস এক্সেল এর সাহায্যে যে কোন হিসাব-নিকাশ করতে পারবে।
- ✓ পাওয়ার-পয়েন্টের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করতে পারবে।
- ✓ ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে সক্ষম হবে।

কর্মক্ষেত্র:

- যে কোন অফিসে কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে চাকুরি করতে পারবে।

কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করবো, বেকার মুক্ত বাংলাদেশ গড়বো

যোগাযোগ: প্লট-১১, এভিনিউ-২, ব্লক-সি, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬। মোবাইল: ০১৭০৮-৪৪৯৯৫০, ০১৭০৮-৪৪৯৯৪৬, ০১৭৬১-৪৯২৫৫৩, ০১৭০৯-৩৮৯০৯৫, ০১৭০৮-৪৪৯৮৬৭ ই-মেইল: dist@disabd.org ওয়েব সাইট: www.distbd.org